এই শহরের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব

এই শহরের এক আশ্চর্য চরিত্র— অনন্য এক ব্যক্তিত্ব--- অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। আমাদের এই শুরুর বাক্যটি অন্যরকম হতে পারত না। কারণ তিনি একই সঙ্গে কবি, শিশুসাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, সম্পাদক, চিত্রকর, চিত্রগ্রাহক এবং সর্বোপরি একজন বিশ্বভ্রামণিক। উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান প্রথম স্তরের— বিশেষত সাহিত্য সৃষ্টিতে, সম্পাদনাকর্মে এবং ভ্রামণিকতায়। তাঁর ভ্রমণগুলি শুধু আনন্দভ্রমণ নয়, জ্ঞানপিপাসুর ভ্রমণ, যা মধ্যবিত্ত এক সাহিত্যিক বাঙালিকে বিশ্বের বহু আশ্চর্য প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে— এমনকী আমাজনের জঙ্গল থেকে সুমেরুবৃত্তের মতো বহু দুর্গম প্রদেশেও। মনে পড়ছে গত শতকের ষাটের দশকের শুরুর দিকে তাঁর কবিতার বই 'বিক্ষত অন্বেষণ' হাতে পেয়ে কীরকম বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থেকেছি তাঁর দিকে! মনে পড়ছে ওই দশকের পরের দিকে বাংলা ভাষার আশ্চর্যতম পত্রিকাটি তাঁর হাত থেকে সম্পাদিত হয়ে এল— 'কবিতা-পরিচয়'— বাঙালি পাঠকের হাতে। বাংলা ভাষায় বিখ্যাত কিছু কবিতার আলোচনা প্রতি-আলোচনা নিয়ে বহুস্বর এসে পৌঁছল পাঠকের কাছে। কবিতা যে বুঝতেও হয়--- বোঝারও যে বহু দৃষ্টিকোণ আছে— বহু রকম ভাষ্যই যে সম্ভব— এইসব কথা সামনে উঠে এল। সারা শহরের সচেতন কবিতা পাঠক ও কবিসমাজ টানটান হয়ে নিজেদের অবস্থান নিতে লাগলেন এই পত্রিকাটিকে ঘিরে। অমরেন্দ্রর চোখের দিকে তাকানোই প্রায় সম্ভব ছিল না সেদিন। বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মহাজনদের সঙ্গে তাঁর বসবাস। আমরা কবিতাপ্রয়াসীর বিমূঢ়তা নিয়ে তাকিয়ে থাকি তাঁর দিকে, তাঁর পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলির দিকে। তিনি কোনও দিকে না তাকিয়ে রাস্তা পার হয়ে যান।

তাঁর বিষয়ে বহু দিক থেকে কথা বলার আছে যা কোনও একজনের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমরা এখানে তাঁর দুটি ছোটদের বই নিয়ে কিছু কথা অত্যন্ত সংক্ষেপে বলতে চাইব। একটি গদ্যে লেখা— 'শাদা ঘোড়া'। একটি পদ্যে লেখা— 'হীরু ডাকাত'। বাংলা ভাষায় শিশুসাহিত্যের বইয়ের ছোট একটি তালিকা বানালেই বই দুটির নাম এসে যাবে। 'হীরু ডাকাত' তো শ্রেষ্ঠ ২০টি বইয়ের তালিকাতেই এসে যাবে মনে হয়।

আগে 'শাদা ঘোড়া'র কথা।

এই বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে। এটি একটি রূপকথা। উৎসর্গপত্রে লেখা হয়েছে, 'আকাশের কোন তারাটা আমার মা? সেই তারাকে।' উৎসর্গপত্রটিও একটি অবশ্যপাঠ্য কবিতা হয়ে উঠল— ক্ষুদ্রতম এই কবিতাটি যেন মাতৃমন্ত্র। গল্পটির কথক একটি বালক, বিজয়, যে একটি শাদা ঘোড়া খুঁজে পায়। রূপকথা শুরু হয় এই সরল সুন্দর ভাষায়: 'আমার একটা শাদা ঘোড়া আছে। গত বছর বর্ষাকালে আমি মাতলাগাঙের ওপারে গিয়েছিলাম, সেখানে মাঠের মধ্যে একটা খাদ থেকে আমি ঘোড়াটাকে নিয়ে আসি। ওর তখন ছ'মাসও হয়নি। ঘোড়াটা খাদের মধ্যে পড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছিল।'

এবার 'হীরু ডাকাত'-এর কথা। পদ্যে গল্প বলার দিন বহুদিন আগে শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই ছন্দের শক্তি ফিরিয়ে আনলেন অমরেন্দ্র, এই বইতে। ছন্দ-মিল শুধু সংলাপেই না, আখ্যান বর্ণনাতেও।

'হীরু ডাকাত' একটি মহৎ সৃষ্টি। এটি 'আজকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সময়ই আমরা বিপুল আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। বিপুল আগ্রহ নিয়ে পড়েছেন, যতদূর জানি, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও শঙ্খ ঘোষের মতো ছন্দসিদ্ধ মহাজন কবিরাও। পড়েছেন, আজও পড়েন, বাংলা কবিতার সংবেদনশীল পাঠক। হীরু বাংলা সাহিত্যের এক ট্র্যাজেডির নায়ক। ট্র্যাজেডির নায়কদের মৃত্যু নেই।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী যতটা অঞ্চল জুড়ে বেঁচে আছেন ততটা অঞ্চল জুড়ে কম মানুষই বাঁচে।

কালীকৃষ্ণ গুহ